ঊনচষ্টী ৪

কিশোর সাহিত্য বার্ষিকী

সম্পাদনা

অনিন্দ্য ভুক্ত

লিইবার ফিয়েরা

উড়ো কথা

কথা রেখেছে উড়নচণ্ডী। অবশেষে থিতু হয়ে বসেছে। অবশ্য না বসেও তো আর উপায় ছিল না। প্রায় তিনটে বছর কোভিভ, লকডাউন, অনলাইন ক্লাস, অনলাইন এক্সাম, এইসবের চক্করে চেনা প্রাত্যহিক জীবনটাই তো ওর ঘেঁটে গিয়েছিল। আর কথাতেই বলে না, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা, তাই ঘরে বসে যতসব ছটফটানি, দুষ্টুমি চলতেই থাকছিল। সেসব ছটফটানি কিছুটা সামাল দেওয়া গিয়েছিল তোমাদের জন্য এই বার্ষিকীর কাজটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার পর থেকে। তবে, বলতে নেই, আমার তো মনে হয়, কাজটা ও মন্দ করছে না। অন্তত তোমাদের কাছ থেকে যেটুকু সাড়াশব্দ আমরা পাচ্ছি তা থেকে তো তাই মনে হচ্ছে।

তবে উড়নচণ্ডীর এই ব্যাগে প্রতি বছর আমরা যে সমস্ত লেখা ভরে দিচ্ছি, চেষ্টা করছি, প্রতি বছরই, সেগুলোর ধরন-ধারন একটু-আধটু পালটে দিতে। এবারই যেমন, রহস্য কাহিনি আছে এগারোটা। আরও একটা ব্যাপার এবারে আমরা করেছি। কোনও কমিকস রাখিনি এবারে। না রাখার কারণ, আমাদের মনে হয়, তোমরা কমিকস পড়তে গিয়ে মূল সাহিত্য পড়ার আনন্দটাই বুঝতে পারছ না। একবার আমরা যেমন লক্ষণের শক্তিশেল কাহিনিটিকে কমিকসের আকারে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তোমরা খুশি হয়েছিলে সে খবর জানি। কিন্তু তোমরা জানো কি, সুকুমার রায়ের এই মূল নাটকটি পড়ার আনন্দ আরও কত বেশি হতে পারত?

প্রতি বছর লেখার ধরন-ধারন এইভাবে পালটে দেওয়ার অবশ্য আরেকটা উদ্দেশ্য আছে । উদ্দেশ্য, তোমাদের পছন্দগুলো আরেকটু ভাল করে বুঝে নেওয়া। তবে এই কাজটাই এতটা ঝামেলার থাকত না, যদি তোমরা একটু এগিয়ে এসে সরাসরি আমাদের জানাতে কী তোমাদের পছন্দ, কোন জিনিসটা আরেকটু বেশি হলে ভাল লাগত, বা কোনটা কম। এখন তো জানাবার কত উপায়! উড়নচণ্ডীর নিজেরই তো আবার একটা ফেসবুকও আছে। সেখানেও তো জানাতে পারো। উড়নচণ্ডীর মতো তোমরাও এসো না, তোমাদের নিজেদের এই বার্ষিকীটিকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে।

১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২

তোমাদেরই মতো আর এক
উড়নচণ্ডী

সূচিপত্র

উপন্যাস

চৈতল বাঘের গন্ধ
অমর মিত্র ৮

''সারাদিন যে বাতাস বয়, সেই বাতাসেই নানারকম শোনা যায়। গন্ধ পাওয়া যায়। শোনা যায় ফিসফিস, গরগর, জোরে জোরে, ফরফর। বাতাসই সব কথা বয়ে আনে।'' আমতলীর সেই সুবাতাসে কী গল্প বয়ে এল?

হিরে মোতি
দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত ৭২

হিরে-মোতি বাড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত পালিয়েই গেল। অচেনা শহরে কি তারা নিজেদের জীবনের দিশা খুঁজে পাবে? না আরও বহু মানুষের মতো ভেসে যাবে জীবন সমুদ্রে?

উপন্যাসিকা

লাঠ্যৌষধি
যশোধরা রায়চৌধুরী ৩৮

দীপুমাসি, মেসো, মিঠাই আর তপুর অভিযান এবার এই বাংলাতেই। বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে কীভাবে তাদের রহস্য অনুসন্ধান জড়িয়ে গেল?

রহস্য ১

সূর্যোদয়ের রঙ
অনন্যা দাশ ১৪৬

মেরিদের থাকার ব্যবস্থা হল জাহাজের সেকেন্ড ক্লাসে। কিন্তু জাহাজে শুরু হল এক নতুন গণ্ডগোল। মেরিরা কি পারবে আমেরিকায় পৌঁছাতে?

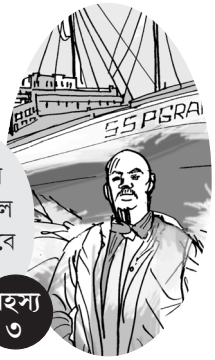

রহস্য ৩

অপহরণের পরে
সাগরিকা রায় ৫০

রোগা, পাতলা রাখালজির হাতে কী ভীষণ জোর! সেই জন্যই বোধ হয় সবাই ওকে অত ভয় পায়। কিন্তু পালাতে ওদের হবেই। দশজনের বুদ্ধির বল কি হারাতে পারবে না রাখালজিকে?

রহস্য ২

গুপ্তধনের ফাঁদে
অনিন্দ্য ভুক্ত ১৮৪

রিয়া, ঋজু, অর্ক এবার জড়িয়ে পড়ল বর্ধমানের রাজবাড়ির ইতিহাসের সাথে। অর্কদের কি শেষ পর্যন্ত এতদিনের পুরোনো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে?

রহস্য ৪

প্রতিবিম্ব
অমিয় আদক ২২৮

এক বিকেলে হারিয়ে গেল চাঁদ বিবির বাজ পাখি। সোনার সেকল পায়ে নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল সে? আর কি কখনও তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

বড়গল্প

জলপথের নিষিদ্ধ এলাকা
নবকুমার বসু ৩১

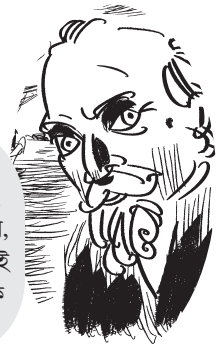

‘ওঁদের মোটরবোটটা যেন কাঁপছে এবং একটু বেশি দুলছে। ভুটভুট করে চলছে ঠিকই, কিন্তু এতক্ষণ যেরকম মসৃণভাবে, স্টেবল হয়েছিল, হঠাৎ যেন পুরো বোটটাই ঝাঁকানি দিচ্ছে বড্ড বেশি।’ বোটটা কি তবে ডুবেই গেল?

এক বীরাঙ্গনার কথা
সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ২১১

যুবরানি দুর্গাবতী ঘোড়া থেকে নেমে পথচারীর মুখে ধীরে ধীরে জল ছড়িয়ে দিতেই মানুষটির শরীরে স্পন্দন জাগে। কে এই ব্যক্তি?

গ্লেন ডাইসনের উপন্যাস
অনীশ মুখোপাধ্যায় ১০৮

গ্লেন ডাইসনের লেখা শেষ উপন্যাসটি আর পাওয়া যায়নি। লেখক নিজেই ডিলিট করে গেছেন? রিমঝিমের হাতে আর বেশিদিন নেই, যা করার দ্রুত করতে হবে।

রহস্য ৫

জঙ্গলপুরে অ্যাডভেঞ্চার
পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬

হরিমোহন দারোগার সন্দেহ কোনও উগ্রপন্থীমূলক কাজকর্মই শব্দের উৎস। ঘোঁতনকে দায়িত্ব দিলেন নজর রাখার। ঘোঁতন কি পারল রহস্যের উন্মোচন করতে?

রহস্য ৬

ওয়ান শটার
অভিজিৎ তরফদার ৬৫

রাজ্যে প্রচুর বন্দুক ঢুকছে। কিন্তু কোনখান দিয়ে যে এই বন্দুকের আমদানি হচ্ছে তা ধরতেও পারছে না পুলিশ। অনুমামা কি পারবেন এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে?

রহস্য ৭

পুপুল ও জটায়ুমঙ্গলম্
ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ১৬৭

রামায়ণের হাত ধরে, পুরাণের অলিগলিতে উঁকি দিয়ে শুরু হল পুপুলের শ্যু বিল ভার্সেস জটায়ুর রিসার্চ। একঘেয়ে পড়াশোনা থেকে স্ট্রেস রিলিভ করার দারুণ উপায় বাতলেছে সে নিজেই।

রহস্য ৮

সেই সন্ধ্যায়
চুমকি ভট্টাচার্য ২৪৪

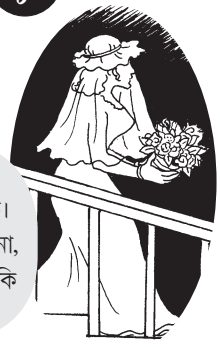

ইন্দ্র, অনিন্দ্য, কৃষ আর রিয়া এবার ব্লগ করতে যাবে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। তুমুল বৃষ্টির রাত। রিয়া আসছেও না, ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না ওকে। রিয়া কি তবে আসবে না?

পাহাড় ডাকে
গার্গী মুখোপাধ্যায় ২১৯

বোনকে আঘাত করাটা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দিয়া এর শেষ দেখে ছাড়বে। সে বুঝতে পারে না জঙ্গলে দাঁড়িয়ে বাবলু কেন শিস দেয়? কী খোঁজে ও?

রহস্য ৯

বড়গল্প

ড্রপা পাথরের রহস্য
শুভায়ন বসু ১২৪

কোকোর পড়ায় মন বসছে না। ফোনে একটা ওয়ার্নিং মেসেজ এসেছে। ওডেসা জেনে ফেলেছে। বড়মামা কী করতে চান এরপর?

রহস্য ১০

ঘনশ্যামের ঘড়ি
দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৩

উইলিয়াম সাহেবের ভূত ঘনশ্যামের বাড়ির সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। এমতাবস্থায় ঘনশ্যামের ছদ্মবেশ কি ঠকাতে পারবে উইলিয়াম সাহেবের ভূতকে? তাঁর সকলকে ব্যঙ্গ করার এই ট্যাঙ্গো নাচ কি বন্ধ করা সম্ভব?

মায়াপুরের মায়া কাণ্ড
রাকেশ শীল ২৪৯

দূর থেকে একটা লোক দৌড়িয়ে আসছে এদিকে। তার হাতে কী যেন একটা রয়েছে। আরেকটু কাছে আসতেই বোঝা গেল জিনিসটা কী।

রহস্য ১১

গল্প

খ্যাঁক করা ঝাড়নটা
স্বপ্নময় চক্রবর্তী ২৭

ঝাড়নের খোঁজে ড্রয়ারের ভিতরে হাত ঢোকাতেই খ্যাঁক করে একটা শব্দ। ঝাড়ন কি আবার খ্যাঁক করে নাকি? ড্রয়ারের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ওটা তবে কী?

অলৌকিক! অলৌকিক!
শুভমানস ঘোষ ১৬১

সদানন্দবাবু ঈষৎ ঠেলা দিতেই মহাপুরুষ ঝাড়া মেরে উঠে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ঝোপের ভিতরে। এত বয়সে এমন বিদ্যুতের গতি, ভাবাই যায় না। মহাপুরুষের সন্ধান কি আর কখনও পাবেন সদানন্দ?

গল্প

জঙ্গলের রাজা
মন্দাক্রান্তা সেন ১৪৩

যে কোনও দেশেই আলাদা আলাদা দল থাকে। কেউ একে সমর্থন করে, কেউ ওকে। এখন প্রশ্ন একটাই। বনের রাজা হওয়ার জন্য সিংহের দলে কারা থাকবে আর হাতিকে সমর্থন করবে কে?

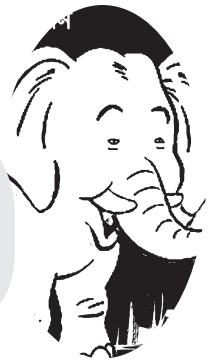

এক কাঁদি কলা
অরিন্দম বসু ১৭৮

রুহানার সামনে এগিয়ে এল ছেলেগুলো। রুহানা জোর গলায় জানান দিল, এখানে সে তাদের আসতে দেবে না। ছেলেগুলো কি অত ছোট একটা মেয়ের কথা শুনবে?

বাঘের লোম
বিপুল মজুমদার ১২০

বাঘটা এমন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাকাল যে বিচিত্রমামার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়। সুরক্ষার জন্য মামা বের করল এক অভিনব উপায়।

ফিচার

নোবেলজয়ের আলোকে পিতা-পুত্র
শ্যামল চক্রবর্তী ১৩২

বিজ্ঞানী নিলস বোরের কথা কে না জানে। তাঁর নোবেলজয়ী পুত্র অ্যাগি বোরের নাম তুলনায় অচেনা সাধারণের কাছে। নোবেলজয়ী এই পিতা-পুত্র জুটির জানা-অজানা বহু গল্পের সন্ধান নিয়ে হাজির এই নিবন্ধ।

শব্দ যখন সম্পদ
সমৃদ্ধ দত্ত ১৭৪

কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি শিল্প। একটার পর একটা শব্দকে পুঁথির মতো গেঁথে তবেই কথার মালা তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু সবাই কি পারে সুন্দর ভাবে শব্দচয়ন করতে? কথা বলার এই শিল্পের আসল রহস্যটা কী?

ডিম বৃত্তান্ত
আবীর গুপ্ত ২০৭

আচ্ছা, কেউ কি জানে ডাইনোসরের ডিম ঠিক কী রকম দেখতে? মুরগির ডিমের মতো কি? নাকি অস্ট্রিচের ডিমের মতো? টেরোডাক্টাইল আর ওভিরাপ্টরের ডিমের সাইজ কি একই রকম? অতিকায় থেকে ক্ষুদ্র বিভিন্ন আকৃতির ডাইনোসরের ফসিল হয়ে যাওয়া ডিমের খবর মিলবে এই প্রবন্ধে।